মহিলাদের বহি:স্থ যৌনাঙ্গের সব্াভাবিক গঠন

মহিলাদের যৌনাঙ্গের সব্াভাবিক গঠন জানার পর্য়োজন কি?

মহিলাদের বহি:স্থ যৌনাঙ্গ চুল দব্ারা আবৃত মেদ-যুক্ত মাংস (মন্স), কুঁচকি, এবং মলদব্ার-এর মধেয্ অবস্থিত। যৌনাঙ্গের বাইরের অংশ এবং ভিতরের অংশ ঠোঁটের মতো আকারের মাংসপিন্ড (লয্াবিয়া মেজোরা এবং লয্াবিয়া মিনোরা) দিয়ে আচ্ছাদিত এবং এর মাঝের অংশে যোনিমুখ অবস্থিত। যোনিমুখের চারপাশের অংশকে ভেস্টিবিউল বলা হয়। যেহেতু মহিলাদের যৌনাঙ্গ শরীরের কিছুটা অভয্ন্তরীণ অংশে অবস্থিত, অধিকাংশ মানুষ এর সব্াভাবিক গঠন সম্পকের্ অবগত নয়। কিন্তু, এই এলাকায় রোগ পর্তিরোধ করতে, এবং এই এলাকায় কোনো রোগ হলে সেক্ষেতের্ আপনার ডাক্তারের সাথে কাযর্করভাবে আলোচনা করতে, যৌনাঙ্গের অংশগুলির সঠিক নাম এবং তাদের সব্াভাবিক গঠন সমব্ন্ধে জানা উচিত।

আমরা যৌনাঙ্গের সব্াভাবিক গঠন সমব্ন্ধে কিভাবে জানব ?

পর্থমত, এই নিয়ে কোনও লজ্জা থাকা উচিত নয়! যৌনাঙ্গের চেহারা জানার একটি একটি সহজ পদ্ধতি হল আয়না বয্বহার করা। দাঁড়িয়ে বা হালকা উবু হয়ে আয়না দিয়ে যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করলে এর বিভিন্ন অংশগুলি সহজেই চিনে নেওয়া যায়:

- মন্স পিউবিস
- লয্াবিয়া
- Clitoris
- Vestibule

মন্‌স পিউবিস

এটি পিউবিক হাড়ের উপর অবস্থিত চুলে আবৃত মেদ-যুক্ত মাংসপিন্ড । চুল পরিমাণ একেক জনের একেক রকম হয়; বয়সের সাথে সাথে চুল পাতলাও হয়ে যায় ।

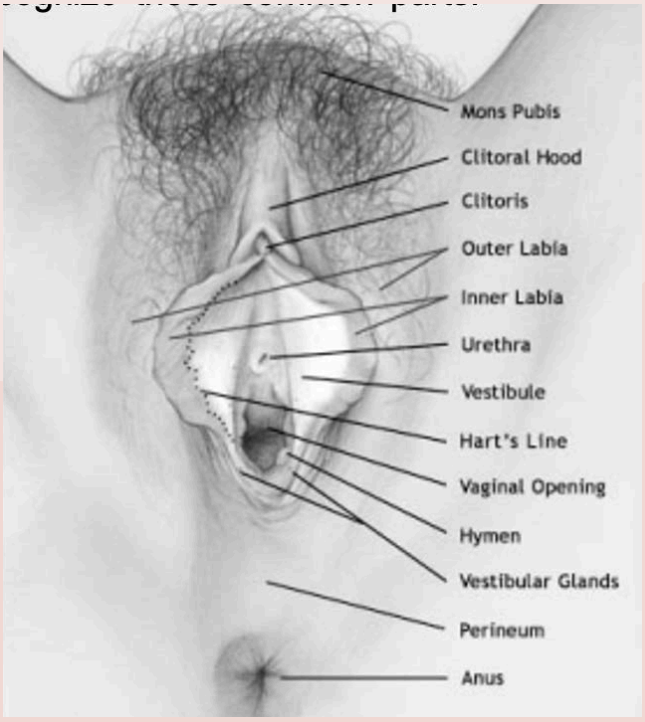

লয্াবিয়া

লয্াটিন ভাষায় লয্াবিয়া শব্দের অথর্ "ঠোঁট" (একক "লয্াবিয়াম" হল একটি "ঠোঁট")। বাইরের লয্াবিয়া, অথর্াৎ লয্াবিয়া মেজোরা হল চামড়া এবং মেদ-যুক্ত মাংসপিন্ডের ভাঁজ, যা যৌনাঙ্গের ভিতরের অংশগুলি ঢেকে রাখে । তারা হল বয়সন্ধির পরে লয্াবিয়াতে লোম দেখা দেয়, যা বড়, ছোট, দীঘর্, নানা আকারের হতে পারে । লোমগুলির এই সমস্ত বিভিন্ন আকার বা আয়তন সব্াভাবিক, ঠিক যেমন আমাদের দেহের গঠন বিভিন্ন আকার এবং আয়তনের হয় । যৌনাঙ্গের লোম যৌন সংবেদনশীল, এবং যৌন উত্তেজনার সময় এইগুলি ফুলে উঠতে পারে । লয্াবিয়ার আকার বা আয়তন মহিলাদের হরমোন ইস্ট্রোজেনের দব্ারা পর্ভাবিত হয় । ইস্ট্রোজেন লয্াবিয়ার আকার বৃদ্ধি করে; ইস্ট্রোজেনের মাতর্া শৈশব, বয়সন্ধিকালে এবং বাধর্কেয্ পরিবতির্ত হয়, এবং তার সাথে সাথে লয্াবিয়ার চেহারাও পরিবতর্ন হয় ।
অভয্ন্তরীণ লয্াবিয়াও (লয্াবিয়া মিনোরা) যৌন সংবেদনশীল এবং যৌন উত্তেজনার সময় ফুলে উঠতে পারে ।

অভয্ন্তরীণ লয্াবিয়াও ক্লিটোরাল হুড থেকে যোনির নিচভাগ পযর্ন্ত অবস্থিত । লয্াবিয়া মিনোরায় চবির্ না থাকার কারনে এইগুলি পাতলা হয় । লয্াবিয়াতে হলুদ বিন্দুর মতো দেখতে ছোট সেবেসিয়াস (তেল) গর্ন্থি থাকতে পারে, অথবা পয্াপিলি থাকতে পারে, যা লয্াবিয়ার ভিতরের দিকে অবস্থিত ভিন্ন আকৃতির উঁচু-উঁচু গোলাপী বিন্দুর মতো দেখতে হয় । লয্াবিয়া মিনোরা গোলাপী থেকে বাদামী বা কালো – নানা রঙের হতে পারে, এর রঙ নিভর্র করে মহিলার শরীরের বাকি অংশের চামড়ার রঙের উপর । এটি কুঁচকানো বা মসৃণ হতে পারে। মাঝে মাঝে এটি লয্াবিয়া মেজোরার মাঝখান থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে । স্তনবৃন্তের মতো, বয়সন্ধিকালে এবং গভর্াবস্থার সময় বা লয্াবিয়া মিনোরার রঙ পরিবতর্ন হতে পারে গভর্াবস্থা – এই পরিবতর্নগুলি কিন্তু সব্াভাবিক ।

ভগাঙ্কুর

ভগাঙ্কুরটি লয্াবিয়া মিনোরা দুটি যেখানে মিলিত হয় তার নীচে অবস্থিত। ভগাঙ্কুরের মুখ আকারে মটরদানার চেয়ে ছোট বা আঙুলের ডগা থেকে বড় হতে পারে; এর আকার এবং যৌন সংবেদনশীলতা একেক বয্ক্তির একেক রকম। ভগাঙ্কুরটি পুরুষ লিঙ্গের মত যৌন উত্তেজনার সময় ঋজু হয়ে যায়।

ভেস্টিবিউল

এটি লয্াবিয়া মিনোরার ভিতরের এবং যোনিমুখের চারপাশের অঞ্চল। এটি একটি সব্াভাবিকভাবেই আদর্র এলাকা। এই অঞ্চলে অনেকগুলি গর্ন্থি তাদের নিঃসরণ নিগর্ত করে যা উত্তেজনার সাথে বৃদ্ধি পায়। মূতর্নালীর মুখ (যা মূতর্াশয়কে বাইরের সাথে সংযুক্ত করে) এই এলাকায়, যোনিমুখের ঠিক উপরে অবস্থিত। শৈশবে হাইমেন, অথর্াৎ একটি পাতলা ঝিল্লি, আংশিকভাবে যোনিমুখকে আবৃত করে রাখে। পর্াপ্তবয়স্কদের মধেয্ হাইমেনের অবশিষ্টাংশ যোনিমুখের চারপাশে একটি বলয়ের মত থেকে যায়। বহি:স্থ যৌনাঙ্গের চুলযুক্ত তব্ক এবং চুলহীন মসৃণ তব্কের মধেয্ কাল্পনিক রেখাকে "হাটর্স লাইন" বলা হয়।

ইন্টারনয্াশনাল সোসাইটি ফর দয্ স্টাডি অফ ভালভোভয্াজিনাল ডিসিস
রোগী-তথয্ কমিটি, সংশোধিত ২০২১
চিতর্ণ কপিরাইট ২০০৩ ডন ডয্ানবি